চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮

তারিখ: ২৪.১১.১৯

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শহীদ ওয়াসিম আকরামের নামে পার্কের নামকরণের ঘোষণা মেয়র ডা. শাহাদাতের

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ ওয়াসিম আকরামের নামে নগরীর আমবাগানে 'শহীদ ওয়াসিম পার্ক'' এর নামকরণের ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।মঙ্গলবার পার্কটি পরিদর্শনকালে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এ ঘোষণা দেন। মেয়র বলেন, গত ১৬ বছর যারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন করতে গিয়ে এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আমাদের অনেকে শহীদ হয়েছে। আমরা এখনো পর্যন্ত তাদের কারো নামে কোন পার্ক দিতে পারেনি। তাই আমরা চট্টগ্রামে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের প্রথম শাহাদাত বরণকারী হয়েছে শহীদ ওয়াসিম আকরামের নামে এ পার্কের নামকরণের ঘোষণা দিচ্ছি। এই পার্কের নাম হবে আজকে থেকে শহীদ ওয়াসিম পার্ক। ''এটা সবার জন্য উন্মুক্ত করতে চাই। পার্কটি প্রায় সময় বন্ধ থাকে এবং ময়লা-আবর্জনার জন্য লোকজন কম আসে এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমি পার্কটি পরিদর্শন করে, স্থানীয়দের সাথে কথা বলে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছি। পার্কটি এখন থেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করা হবে। সবাই এখানে আসতে পারবে, হাঁটতে-ঘুরতে পারবে।"পার্কটি নগরবাসীর সুস্থ বিনোদনের খোরাক যোগাবে জানিয়ে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, 'চট্টগ্রাম পাহাড়-সমুদ্রনন্দিত একটা শহর। পর্যটন সম্ভাবনাময় ট্যুরিজম সিটি। তবে ঠিকমতো ফোকাস করা যাচ্ছে না বিধায় পর্যটন খাতে আমরা এগুতে পারছিনা। আমাদের ছেলেরা আসলে ঘুরতে পারে না। আমাদের এখানে আসলে ওয়াকওয়ে নাই। এ কারণে পার্ক থাকার পরও কেউ ভালোভাবে ঘুরতে পারছে না। এখানে পাহাড়ি একটা ভাব আছে, বসার জায়গা আছে। এ পার্কটিকে ভালো পর্যায়ে এনে আমরা চাই সবুজের সমারোহ গড়তে। আমি অন্যান্য পার্কেও যাব। নগরবাসীর সুস্থ বিনোদনের সুযোগ বাড়াব। 'এরপর মেয়র আগ্রাবাদের কর্ণফুলী শিশুপার্ক পরিদর্শন করেন। এসময় পার্কটি বন্ধ দেখতে পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেয়র। পার্কটি দ্রুত খুলে দেয়ার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পার্কের পাশেই আবদ্ধ একটি মাঠকে শিশুদের খেলার স্থানে রুপান্তরের ঘোষণা দেন মেয়র। এসময় অতি বাণিজ্যিকিকরণের ফলে চট্টগ্রামের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে মেয়র বলেন, গত এক দশকে মানুষের সুস্থ বিনোদনের স্থানগুলোতে অতি বাণিজ্যিকিকরণ হয়েছে। যেমন বিপ্লব উদ্যানে দৃষ্টিনন্দন একটা পার্ক ছিল। নয়নাভিরাম সৌন্দর্য সেখানে ছিল। কিন্তু সেটা কমপ্লিটলি ধ্বংস করে দিয়ে একটা মাফিয়া চক্র সেখানে দোকান তো আগেই করেছে কিছু এখন নতুনভাবে ওই পার্কটির মধ্যেই এমনভাবে ডিজাইন করেছে ওখানে আরো ২০-২৫টা দোকান দেওয়ার পায়তারা করেছে। সেদিন আমরা সেটা ভিজিট করে যে স্ট্রাকচার ছিল সেটাকে ভেঙে দিয়েছি এবং সেখানে ডিক্লেয়ার করেছি এটা একটা নয়নাবিরাম সুন্দর গ্রীন পার্ক হবে। যেহেতু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ উদ্যান থেকে স্বাধীনতার সূচনা করেছিলেন সেহেতু ওই ঐতিহাসিক পটভূমির কথাগুলো সেখানে লেখা থাকবে যাতে নতুন প্রজন্ম বিপ্লব কেন হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের যে প্রকৃত ইতিহাস তা তারা জানতে পারবে। তিনি বলেন, আগ্রাবাদ ঢেবাকেও দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করে জনগণের সুস্থ বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা আছে আমার।এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাশেম, নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার জাহান, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

যানজট নিরসণে টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা মেয়র ডা. শাহাদাতের

যানজটমুক্ত চট্টগ্রাম গড়তে নগরীর একাধিক স্থানে বাস-ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম মহানগর বাস, মিনিবাস, হিউম্যানহলার অটোটেম্পু, সিএনজি, বেবী টেক্সি মালিক-চালক ঐক্য পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি। সভায় চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী মারুফসহ ১৫টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত এ পরিষদের পক্ষে সংগঠনের আহবায়ক জাফর আহম্মদ, সদস্য সচিব মো. নজরুল ইসলাম, সদস্য সাবেক কাউন্সিলর মো. নাজিম উদ্দিনসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মেয়র বলেন, আমি যানজটমুক্ত চট্টগ্রাম গড়তে চাই। এজন্য নগরীর বিভিন্ন প্রবেশমুখ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে একাধিক টার্মিনাল প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনে সিটি গেট, অক্সিজেন, কালুরঘাট, পতেঙ্গাসহ প্রয়োজনীয় এলাকাগুলোতে জেলা প্রশাসন, রেলওয়ে, গণপূর্ত, রোডস এন্ড হাইওয়ে, চা বোর্ডসহ যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত বা বেদখলকৃত যে ভূমি আছে সেগুলোতে টার্মিনাল করার জন্য পদক্ষেপ নিব। "কয়েকটা স্পট আমরা দেখেছি। ইঞ্জিনিয়াররা ভিজিট করছে বিভিন্ন এলাকায়। ট্রাফিক বিভাগের সাথে আমরা বসবো। বিশেষ করে এডিশনাল কমিশনার ট্রাফিক এবং ডিসি ট্রাফিক চারজন, টোটাল পাঁচজন নিয়ে আমরা বসার একটা পরিকল্পনা আছে। নগরীকে যানজটমুক্ত

রাখার বিষয়ে উনাদের মতামতও নিব।"সচেতনতার উপর জোর দিয়ে মেয়র বলেন, নগরীকে যানজটমুক্ত রাখতে আমাদের যে জিনিসটি সবচেয়ে বড় দরকার সেটি হচ্ছে শৃঙ্খলা। গাড়িগুলো যত্র-তত্র না দাঁড়িয়ে আমাদের যে যাত্রী ছাউনি অথবা বাস স্টপেজ থাকবে সেখানে তারা যাতে দাঁড়ায় এই জিনিসটা যদি হয় এটলিস্ট তাহলে অন্তত পক্ষে একটা শৃঙ্খলা চলে আসবে। যানজটটা হয় মূলত আপনি যখন সুনির্দিষ্ট বাস স্টপে না দাঁড়িয়ে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার নিবেন তখনই। আমাদেরকে সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি জায়গায় আমি দেখছি যে সচেতনতার উপরে আর কোন কিছুই নেই। আমাদের সবাইকে সচেতন করতে হবে এবং সেটা ময়লা পরিষ্কার থেকে শুরু করে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সহ সব বিষয়ে।"ড্রাইভাররা যারা গাড়ি চালায় তাদেরকে একটু আপনারা বলবেন যে যাতে করে তারা জোরে গাড়ি না চালায়। অনেকে হয়তোবা মদ্যপান করে চালায়, সবাই না কিছু কিছু, তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। অনেকের অসুস্থতা থাকে লুকিয়ে রাখে যে রোগ আছে। এ বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে দেখবেন। কারণ শুধু গাড়ি ড্রাইভ করলে হবে না। প্যাসেঞ্জারের সেফটি ইম্পর্টেন্ট। নিজের সেফটি অলসো ইম্পর্টেন্ট। ভবিষ্যতে আমরা কীভাবে একটি সুন্দর শহর, যানজটমুক্ত শহর, ডিসিপ্লিনড একটি শহর উপহার দিতে পারি এ ব্যাপারে আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে ইনশাআল্লাহ কাজ করব।" সভায় চট্টগ্রাম মহানগর বাস, মিনিবাস, হিউম্যানহলার অটোটেম্পো, সিএনজি, বেবী টেক্সি মালিক-চালক ঐক্য পরিষদের উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির মধ্যে রয়েছে ব্যাটারি চালিত রিকশা বন্ধ করা, ব্যাটারি চালিত রিকশা চার্জ দেয়ার জন্য অবৈধ বিদ্যুতের লাইন সরবরাহ বন্ধ করা, নগরীর বাহিরে থেকে আসা বাস-ট্রাক টার্মিনালে না গিয়ে শহরের মধ্যে এসে যানজট তৈরি করছে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া। গাড়ির উপর ট্রাফিক বিভাগের প্রদত্ত হয়রানিমূলক মামলা বন্ধ করা এবং জরিমানার হার ঢাকার সাথে সমন্বয় করা। যত্রতত্র গাড়ি থামিয়ে যানজট তৈরি না করে গাড়ির রুটের শুরুর পয়েন্ট এবং শেষ পয়েন্টে কাগজপত্র চেক করা। ট্রাফিক বিভাগের অসাধু সার্জেন্ট-টিআইসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে রুট পারমিট ছাড়া গাড়ি চালানো, গ্রাম সিএজি ট্যাক্সি শহরে চলাচল বন্ধ করা। পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি বন্ধ করা এবং পর্যাপ্ত পার্কিং চালু করা।

চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা
জাকির হোসেন রোডে দোকান উচ্ছেদ ও ১৬ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা মঙ্গলবার খুলশী এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে জাকির হোসেন রোড ও জিইসি মোড় হতে আকবর শাহ এলাকার রাস্তার উভয় পার্শ্ব ও ফুটপাত থেকে ৫০টি অবৈধ দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। ফুটপাত দখল করে দোকানের মালামাল রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির দায়ে ৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট কে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮